/বিশ্বেস - 22

যুগান্তর

তারিখ 07 OCT 2007
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৫

বিশ্বের শীর্ষ ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ঢাবি

মুসতাক আহমদ

বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় উঠে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। মৌলিক গবেষণায় অবদানের কারণে ওই ২৫ বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আসন্ন নিউইয়র্ক গ্লোবাল কলোকুইয়ামের জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। তালিকায় বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম এসেছে এশিয়া ছাড়াও ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে। আগামী মাসের শেষের দিকে নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠেয় গ্লোবাল কলোকুইয়ামের সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মিলিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ এ সম্পর্কে বলেন, এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। তারপরও জাতিসংঘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এভাবে সম্মানিত করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময়ই গবেষণায় অসামান্য অবদান রেখে এসেছে।

তালিকায় : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

তালিকায় : বিশ্ববিদ্যালয়ের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কনসেপ্ট 'গবেষণা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে চেনার অন্যতম উপায় যে এ 'গবেষণা' তা আরও একবার প্রমাণিত হল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দেয়া পত্র এবং ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, 'জাতিসংঘের চলতি বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে, 'বিশ্ব আবহাওয়া পরিবর্তন'র বিষয়টি। জাপানের 'কেইটো প্রটোকল'র দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আবহাওয়া পলিসির জন্য আন্তর্জাতিক মহলের ধারণা, উদ্যোগ এবং সহযোগিতা অপরিহার্য। এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই তৃতীয়বারের মতো এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এ অবস্থায় জাতিসংঘ এবং নিউইয়র্কের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে গবেষণায় অবদান রাখা বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে 'সেক্রেটারি জেনারেল গ্লোবাল কলোকুইয়াম অব ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্টস' নামে এক আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণী সম্মেলন আয়োজন করেছে। আগামী ২৮ ও ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এ 'গ্লোবাল কলোকুইয়াম'। এর আগে ২০০৫ সালে প্রথম ও ২০০৬ সালে দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের স্পন্সর হয়েছে নিউইয়র্কের ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো হচ্ছে— নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটি, ইয়েল ইউনিভার্সিটি ও প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি।

অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মর্যাদাশীল ওই সম্মেলনে যোগদান করবে। তিনি জানান, মূলত গ্রিন হাউস ইফেক্ট ও আবহাওয়ার পরিবর্তন রোধে কিভাবে সরকারের পলিসি নির্ধারণে কেইটো পরবর্তী অবস্থা সমন্বয় করা যায় এবং আবহাওয়া পলিসি নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয় কি ভূমিকা রাখতে পারে। সে বিষয় সামনে রেখে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় পরিচালিত হবে। পরিবেশ এবং এনার্জি (শক্তি) ভোক্তা হিসেবে এবং একই সঙ্গে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে গবেষণা এবং উদ্ভাবনের কেন্দ্রভূমি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিভাবে ব্যক্তি ও সরকারগুলোর বৃহত্তর সচেতনতা এবং আচরণের পরিবর্তন আনয়নে অবদান রাখতে পারে তা বিবেচ্য হবে। সম্মেলনের সুপারিশমালা ও উপদেশ জাতিসংঘ মহাসচিব একাধিক সেশনে সশরীরে উপস্থিত থেকে গ্রহণ করবেন।